PRICE Rs. 5/-

শিশুভবন পত্রিকা

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের মুখপত্র
AN ORGAN OF NEHRU CHILDREN'S MUSEUM

SISHUBHAVAN PATRIKA

খন্ড - ৪৩ ঃ সংখ্যা - ৩ ঃ মার্চ ২০১৮ *visit our website : www.nehrumuseum.org* Vol- 43 : No - 3 : March 2018

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের অঙ্কন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী ও প্রাচীর চিত্র অঙ্কন

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম শিশু-কল্যাণের জন্য এক অনলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। সেই প্রচেষ্টারই ফসল ফলেছে এই মিউজিয়ামে। ফুলে-ফলে ভরে উঠেছে মিউজিয়াম শিশুদের নিত্য আনাগোনায়।

পরের পাতায় দেখুন

প্রথম পাতার পর

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের অঙ্কন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী ও প্রাচীর চিত্র অঙ্কন

প্রতিষ্ঠাতা যুগল শ্রীমল মানুষের চেতনাকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন। অঙ্কুরিত শিশুর মধ্যে সেই বীজই বপন করে দিতে চাইতেন। নব প্রজন্মের মধ্যে একটু একটু করে গেঁথে দিতেন বাংলার সংস্কৃতি। বলতেন, এরাই বাঁচিয়ে রাখবে সুপ্রাচীন সভ্যতাকে, আমাদের মহান ঐতিহ্যকে। এদেরই তুলির টানে ছবি হবে শিল্প, কথা হয়ে উঠবে কবিতা, বুকের আওয়াজ সংগীত হয়ে ভেসে বেড়াবে সবুজ খেতে, নীল আকাশে, মিউজিয়ামের চারপাশে।

এখানকার অঙ্কন বিভাগ বাংলার অন্যতম বৃহৎ শিল্পচর্চার কেন্দ্র। শিশুরা এখানে খুশীতে রঙ তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলে অসাধারণ সব চিত্র। এইসব শিশুরাই আবার তাদের তুলির টানে আর রঙের খেলায় প্রাঙ্গণের দেওয়ালকে চিত্রিত করে। নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের প্রাচীর গাত্রে আমাদের অঙ্কন বিভাগের শিশু-কিশোর শিল্পীরা প্রতি বছর ফুটিয়ে তোলে এক বিশাল প্রাচীর প্রদর্শনী। প্রতিদিন এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে প্রায় ৩০০-র মত ক্ষুদে শিল্পীরা। বিগত বছরগুলোতেও রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুকুমার রায়, যামিনী রায়, চার্লি চ্যাপলিন, সত্যজিত রায় - এমন নানা বিষয় আমাদের দেওয়াল অঙ্কনে স্থান পেয়েছে। এবছর প্রাচীর চিত্রণে আমাদের অঙ্কন বিভাগের শিশু-কিশোররা ফুটিয়ে তুলেছে ভারতীয় লোকচিত্রকে।

বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী ও প্রাচীর চিত্র অঙ্কনের প্রথম দফার উদ্বোধন হল ১০ই মার্চ শণিবার। উদ্বোধনের প্রাক্কালে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্যামশ্রী বসু বললেন ছোটদের নিয়ে আয়োজন কিন্তু এত যত্ন, এত পরিশ্রমের ছাপ গোটা ব্যাপারটাতে যে অভিভূত হতে হয়। অপূর্ব ব্যানার্জী বললেন অভিভাবকরা যেন ছোটদের ক্রমোৎসাহিত করেন যেন কোন ফুল অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হয়ে যায়। পড়াশোনার চাপে তাদের আঁকার এই ইচ্ছাটা যেন চাপা না পড়ে যায়। প্রখ্যাত কলা সমালোচক দেবব্রত চক্রবর্তীর কণ্ঠেও ছিল একই সুর।

সকলে মিলেই প্রদর্শনীর প্রদীপ জ্বালালেন। তারপরই শুরু হয়ে গেল প্রাচীর চিত্র অঙ্কন। প্রায় তিনশো ক্ষুদে শিল্পীরা তুলির আঁচড়ে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের প্রাচীর গাত্রে ফুটে উঠল একের পর এক লোক শিল্প।

Annual Art Exhibition 2018
by the students of Nehru Children's Museum

The Art Works of the Children was exhibited in the Gallery of Nehru Children's Museum on 10th & 11th March, 17th & 18th March, 24th & 25th March, 2018 between 4.00 pm and 6.45 pm. Young budding artists Live Demonstrated their Creative Skills in the form of Wall Painting. Making of Decorative Items and other Innovative Works during Craft Workshop on the above days at Nehru Children's Museum.

Sri Debabrata Chakraborty, Chief Guest, Smt. Shyamasree Basu & Sri Apurba Banerjee were Special Guests on 10th March, 2018.

Sri Suchibrata Deb, Chief Guest, Sri Debashis Mullick Chowdhury & Sri Anjan Bhatacharyya, Special Guests on 17th March, 2018 addressed the audience. Their encouraging words were very educatve & helped the audience to face the realities of todays world.

Sri Asit Paul, Chief Guest, Sri Biraj Kumar Paul & Sri Sumit Dasgupt Special Guests on 24th March, 2018 addressed the gathering.

All eminent painters kindly Inaugurated the Exhibition. The guardians & students enjoyed the programe very much. The programe ended with a short children's film, every Sunday.

Thank You Donors

Abhijit Sen
Education & Health Care Foundation
Jayanta Kr. Ghosh
Kamal Kr Das
Krishna Bandyopadhyay Laskar
Mujtaba Hussain
Rina Hossain
Shreyan Ashrita Das
Soumyendu Dasgupta
V. C. Jain
(in memory of Pushpa Jain)

It is with the help & donation from persons like you that we are in a position to run our projects efffectively for the last 44 years.

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম-এর পরিচালনায় গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা

নৃত্য কর্মশালা

কাশ্মীরা সামন্ত-র প্রশিক্ষণে
ক্রিয়েটিভ ডান্স 'কৈশোর ও আনন্দ'
১০-১৬ বছর ●১৫, ১৬, ১৭, ১৮ মে ●৬০০টাকা

অনিতা মল্লিক-এর প্রশিক্ষণে
ভরতনাট্যম
১০-১৮ বছর ●১৬, ১৭, ১৮ মে ●৭৫০টাকা

নন্দিনী ঘোষাল-এর প্রশিক্ষণে
ওড়িশি নৃত্য
৮-১৮ বছর ●২২,২৩,২৪,২৫,২৬মে ●১৫০০টাকা

শুভাশিস দত্ত-র প্রশিক্ষণে
রবীন্দ্রনৃত্য
৮-১৪ বছর ●২৯, ৩০, ৩১ মে'১ জুন ●৬০০টাকা

আবৃত্তি কর্মশালা

জগন্নাথ বসু-এর প্রশিক্ষণে
বাচনিক কর্মশালা
(বেতার, শ্রুতিনাটক ও আবৃত্তি)
১২-১৮ বছর ●২২, ২৩, ২৪ মে ●৬০০ টাকা

বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ-এর প্রশিক্ষণে
কবিতা বন্ধু হও!
৬-১২ বছর ●৩০, ৩১ মে, ১ জুন ●৬০০ টাকা

অভিনয় কর্মশালা

সোহিনী সেনগুপ্ত-র প্রশিক্ষণে
অভিনেতার প্রস্তুতি
১০-১৮ বছর ●২৩ মে ●৫০০ টাকা

সব্যসাচী চক্রবর্ত্তী-র প্রশিক্ষণে
অভিনেতার প্রস্তুতি
১০-১৮ বছর ●৭ জুন ●৫০০ টাকা

অঙ্কন কর্মশালা

অনিন্দিতা মিত্র, সোমা সাহা,
শুভ্রা পাত্র, ইন্দ্রাণী বর্মন-এর প্রশিক্ষণে
ক্রাফট এ্যাণ্ড ক্রিয়েশন
৫-১২ বছর ●১৫, ১৬, ১৭, ১৮মে ●৫৫০ টাকা

দেবাশিস দেব-এর প্রশিক্ষণে
কার্টুন
৮-১৪ বছর ●২৩, ২৪,২৫ মে ●৬৫০টাকা

স্বাতী তরফদার, সুশান্ত বিশ্বাস,
কিংশুক সরকার, সমীর দত্ত-র প্রশিক্ষণে
Water Colour Painting
৯-১৬ বছর ●২৩, ২৪, ২৫ মে ●৬০০টাকা

সঞ্জয় ভৌমিক, অঞ্জন কুমার, দীপঙ্কর দাস,
বিবেক পাল, শুভ বসু-র প্রশিক্ষণে
হিউম্যান ফিগার ড্রয়িং
৭-১৮ বছর ●২৯, ৩০, ৩১ মে ও ১ জুন ●৭০০টাকা

গানের কর্মশালা

ইমন চক্রবর্তী-র প্রশিক্ষণে
বাংলা গান পরিবেশনশৈলী
১০-১৮ বছর ●১৬, ১৭, ১৮ মে ●৬৫০টাকা

শ্রাবণী সেন-এর প্রশিক্ষণে
জীবনগানে
১০-১৬ বছর ●২২, ২৩, ২৪ মে ●৭০০ টাকা

নুপুরছন্দা ঘোষ-র প্রশিক্ষণে
অতুলপ্রসাদী, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রগীতি
১০-১৮ বছর ●২৯, ৩০, ৩১ মে ●৫০০টাকা

ইন্দ্রাণী সেন-এর প্রশিক্ষণে
নানা রঙের গান
১২-১৮ বছর ●৫, ৬, ৭ জুন ●৬৫০ টাকা

Science Workshop on Understanding the Energy

Faculty : Partha Pratim Roy
Winner of the Distinguished FULBRIGHT Award in Teaching
Member - School Education Expert Committee, Govt. of West Bengal
Founder-Head, Center for Physics Education Research, Kolkata
12-18 yrs ●15th-17th May ●Fees: Rs.700/- + Rs.300/- (Kit)

বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী ও প্রাচীর চিত্র অঙ্কন

বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী ও প্রাচীর চিত্র অঙ্কন

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম-এর বার্ষিক পিকনিক- ২০১৮

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম-এর বার্ষিক পিকনিক- ২০১৮

অবশেষে সেই পিকনিকে যাওয়ার দিনটি এলো ৬ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার। অনেকেই সুন্দর পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে যাই যাই শীতের ঠান্ডায় আমেজ আর সূর্যদেবকে মাথার উপরে প্রণাম জানিয়ে যখন হাওড়া জেলায় আঠান্ন গেট ও গাদিয়ারায় পিকনিক স্পটে উদ্দেশে রওনা হলাম তখন ঘড়িতে ঠিক বাজে সকাল ৮টা। পিকনিক স্পটটি হল - অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভায় ভরা শান্ত মনোরম একটি স্থান - যা আঠান্ন থামের একটি ব্রিজ ও তার সংলগ্ন গঙ্গার ধারের নদী খাল।

আমাদের বেশীর ভাগ কর্মী ও শিক্ষকরা বাসে করে ও মোটর গাড়িতে কয়েকজন ঐ স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে যারা কর্তৃপক্ষের থেকে এসেছিলেন শ্রী সুদীপ শ্রীমল, ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত, রীনা শ্রীমল ও সঞ্জয় সেনগুপ্ত। কর্তৃপক্ষের অফিস থেকে - অমিত, রহমান, দেবোত্তম, পুর্ণেন্দুদা, পল্লবদা, বাপীদা। নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম থেকে - শিখা মুখার্জ্জী, অরুন্ধতী, দেবেশ মুখার্জ্জী, সুপর্ণা, দীপ্তিদি, বরুন, সমর, তপন, দিলীপ, শ্যামলী ও রাজা। শিক্ষকদের মধ্যে দেবরূপ গঙ্গোপাধ্যায়, গার্গী, শিবাজী দে ও আত্রেয়ী।

দ্বিতীয় হুগলী সেতুর উপর দিয়ে প্রধান হাইওয়ে ধরে প্রায় দুঘন্টা চলার পর স্পটে পৌঁছালাম। মাঝে ওখানের গ্রাম্য বাজারে বাস থামিয়ে চা-এর বিরতি হয়েছিল। বাসের জানলা দিয়ে দেখা গেল মাঝিরা ছোট ছোট নৌকাতে করে জাল ফেলে মাছ ধরছে। নদীর পাশে নৌকা মেরামত হচ্ছে। বাস থেকে নেমে দেখলাম আগে থেকে বিভিন্ন রংয়ের ছাতার নিচে প্রাতরাশের ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রাতরাশের পর কালবিলম্ব না করে গাদিয়ারার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ততক্ষণে শিখাদি, দেবেশদা আমাদের বাসের যাত্রী হয়েছেন। তারপর অনেক মজা করতে করতে আমাদের বাসটি প্রকান্ড উন্মুক্ত নীল আকাশের নীচে বিখ্যাত তিনটি নদীর সঙ্গম স্থলে (গঙ্গা, রূপনারায়ন ও হলদি নদী) পৌঁছালো। আঠান্ন গেট থেকে গাদিয়ারায় আসতে প্রায় ৩০ মিনিট মতো সময় লাগলো। বাসটি কালো পীচের রাস্তা ধরে আসার পথে আমাদের চোখে পড়লো দু-দিকের শস্য ক্ষেতে চাষীরা কাজ করছে, সাদা বকগুলো ওড়াওড়ি করছে বা দল বেঁধে বসে আছে।

গাদিয়ারার নদীর ধারে বাস থামিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমের রূপ দেখাবার জন্য আমরা ছোট বড় ভাগে বিভক্ত হয়ে বেড়িয়ে পড়লাম - সেখানে দেখা গেল স্টীমার ঘাট। বেশ কয়েকটা নৌকা, কোন স্টীমার যাত্রী নিয়ে ওপারের সরু রেখার মতো দৃশ্যমান, গেঁও খালির উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। দীপ্তি আমাদের তাড়াতাড়ি বাসে ফিরে যাবার জন্য উচ্চকণ্ঠে ডাকছিলেন।

সবাই আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই গাদিয়ারা থেকে আঠান্ন গেটের পিকনিট স্পটে ফিরে এলাম। তখন ওখানে দ্বি-প্রাহরিক ভোজনের আয়োজন হচ্ছে। ওখানে আমিষ ও নিরামিষ দু-ধরনেরই ব্যবস্থা ছিল। দেখলাম প্রায় ৪০ জনের মতো ওখানে উপস্থিত আছি।

আঠান্নগেটে কেউ টুপি কিনলো। কেউ মিষ্টি ডাবের জলে পিপাসা মেটালো। কেউ বা আইসক্রিম খেল। একটা ছোট বাচ্ছা ছেলে আমাদের সবার মন জয় করে ফেললো, আমরা অনেকেই ওর সঙ্গে কথা বলে সময় কাটালাম। খাওয়ার পর একটু ঘোরাঘুরির পর সোজা গিয়ে বাসযোগে কলকাতায় মিউজিয়ামের গেটের সামনে ফিরলাম, তখন সন্ধ্যা ৬টা চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে, রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। দিনটা আর পাঁচটা দিনের থেকে অন্যরকম ভাবে মজা ও আনন্দে কাটলো।

দেবরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

Happy Birthday To Our Little Friends ..... April 2018

Rishika Mondal	01	Riddhita Saha	13	Aparajita Jana	23
Snehankita Dey	01	Sagnik Ghosh	14	Shriyans Kumar Mohanta	23
Miss Miranda Chowdhuri	02	Agniv Bhattacharjee	14	Anushka Ghosh	23
Neelavra Sarkar	03	Swarnava Nandi	14	Suhani Shaw	23
Sania Pachal	03	Abhijay Maity	15	Sulagna Mukherjee	23
Megha Pal	03	Gayatri Dolui	15	Soumili Majumdar	25
Shibhadati Saha	04	Oishi Das	15	Rudranil Nayak	25
Himanish Majumder	05	Debaporiya Sardar	16	Juktasha Dhar	26
Vedapranteeka Bandyopadhyay	06	Bristi Halder	16	Ratul Bose	26
Samadrita Ghosh	07	Vashnavi Mehra	18	Artrika Paul	27
Mayukh Debnath	09	Nistha Paul	17	Ishan Mandal	27
Madhurita Saha	10	Swastika Ghosh	18	Mohana Chatterjee	27
Ipsita Sardar	11	Sheik Farzeen	19	Basabdatta Das	27
Juhi Ghosh	11	Attrayee Saha	19	Srinjoy Barui	27
Sukanya Das	12	Samadarshi Samanta	21	Abhinanda Das	30
Pushkal Halder	13	Anisha Mandal	22		

শুভেন্দু বিকাশ পাল (মামু)

জন্ম - ০৮/২/১৯৪১, মৃত্যু - ২৪/ ০২/২০১৮

কে যেন নেই

কোনও কোনও মানুষ আছেন যাঁরা যেখানে থাকেন সেখানে তাঁদের উপস্থিতিকে সরব করে রাখতে পারেন। যে কোন পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রতিটি বিষয়কে বোঝার চেষ্টা করেন এবং নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। মামু অর্থাৎ শুভেন্দু বিকাশ পাল ঠিক সেইরকম একজন মানুষ ছিলেন। ছিলেন বলছি এইজন্য যে আমাদের সবকিছু চাওয়া পাওয়া ছাড়িয়ে, নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা বা টেগোর ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ, ওয়ার্কশপ বা সৃজনীতে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে মানুষটি চলে গেছেন রামকৃষ্ণলোকে। রামকৃষ্ণ মিশনের সান্নিধ্য বরাবরই তাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে প্রিয় - সময় এবং সুযোগ পেলেই চলে যেতেন কামার পুকুর ও জয়রাম বাটীতে এমনকি সুদূর মায়াবতীতে থাকার সুযোগটুকুও ছাড়েন নি। নিজের বাড়ীর একান্তে ঠাকুর-মা-স্বামীজির আসন তো ছিলই - দিল্লীতে পুত্র দীপের বাড়ীতেও সেই একই ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে একটু একটু করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন পুজোর মঞ্চ। রামকৃষ্ণ- সারদা-বিবেকানন্দ-র প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাটা ছিল নিবিড় এবং একান্তভাবেই নিজস্ব। দিল্লী যেতে-আসতে মিশন প্রকাশিত যে কোন একটি বই থাকত তাঁর ঝোলায় এবং সময় পেলেই সেই বইটি পড়েই নিবেদন করতেন তাঁর পুজা।

প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মী হয়ে বেশীর ভাগ সময় কলকাতার বাইরে কাটালেও আপাদমস্তক বাঙালী "মামু" বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হতে দেন নি। অবসরের পর তাই কর্মজীবনের সময় উৎপন্ন হওয়া ঘাটতিটুকু পুরোপুরি উশুল করার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। সুদীপ-দা অর্থাৎ সুদীপ শ্রীমল-এর সঙ্গে প্রতিটি অনুষ্ঠানে হাজির হওয়াটা ছিল যেন সেই ঘাটতি পূরণ। আবাল্য নাট্যপ্রেমী "মামু" তাই মিউজিয়ামের নাট্যদলের প্রতিটি শো এর সমঝদার দর্শক। প্রতিটি কুশীলবকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন এবং নাটকের চরিত্রের নামেই তাদের ডাকতেন। নাটুকে ছেলে-মেয়েরা নেহরু মিউজিয়ামে রমাপ্রসাদ বণিকের পর আরো একজন আভিভাবককে হারালো।

আমরা, নেহরু মিউজিয়ামের কর্মীরা হারালাম প্রতিটি কর্মসূচীর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন সদাব্যস্ত মানুষকে। একে বকছেন, ওকে বকছেন - সবাই তটস্থ। আবার কিছু কিছু মানুষের কাছে শিশুর মত আত্মসমর্পণ। তাদেরই একজন ইন্দ্রানী- মিউজিয়ামের সচিব ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত, বয়সে অনেক বড়ো হওয়া স্বত্বেও ইন্দ্রানীর প্রতিটি কথাকে মেনে নিতেন বেদবাক্যের মতো। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুদীপ-দা এবং ইন্দ্রানীও যক্ষের মত আগলে রেখেছিলেন "মামু"কে - নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের যুগ্ম সচিব শুভেন্দু বিকাশ পালকে।

এরপরও নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের প্রতিটি কর্মসূচী চলবে। আঁকা, নাটক, গান, নাচ, আবৃত্তির নানা অনুষ্ঠান হবে। রবীন্দ্রসদনে প্রতিটি অনুষ্ঠানে গেটের মুখে সকলকে আপ্যায়ণ করতে এখন আরো কেউ হয়তো দাঁড়াবেন, একাডেমিতে নাট্যোৎসবের অভ্যর্থনা টেবিলে ডিমের চপ স্পনসর করার লোকের হয়তো অভাব হবে না। তবু কি কখনও ফাঁকা ফাঁকা লাগবে না সেই জায়গাগুলি - যেখানে পাজামা-পাঞ্জাবী পরা একজন আপাত দীর্ঘকায় মানুষ এসে বসতেন। অনেক আগে থেকে নিজের কাজটি বুঝে নিয়ে বসে পড়তেন দায়িত্ব নিয়ে। এরপরও দায়িত্ব হয়ত নেবেন অনেকেই কিন্তু সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবে নেহরু মিউজিয়ামের প্রতি অনন্ত ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে কাজ করার মত দ্বিতীয় মামু কি পাওয়া যাবে? অনুপ- শ্রাবণী- রমেন- গীতা- শিখা- দেবেশ- বিজয়- সুজিত-দীপ্তিদের অনেক দিন কি মনে পড়বে না "কে যেন নেই", "কি যেন নেই।"

Registration No. 32737/77

বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী ও প্রাচীর চিত্র অঙ্কন

Editor : Prabal Dutta, Associate Editor : Indrani Sengupta, Published by Indrani Sengupta on behalf of National Cultural Association and printed at Display Printers Pvt. Ltd. 16/3 Gariahat Road, Kolkata 700 019.
Contact : 94/1 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020, E-mail : nehrumuseum1972@gmail.com